নিজের সমস্যা নিজেই সমাধান করতে উৎসাহিত হয়। **(iii)** দলের মধ্যে অবস্থান করার ফলে তার ব্যক্তিগত সমস্যা অনেকাংশে হালকা হয়ে যায়। **(iv)** প্রথম দিকে যে সমস্ত পরামর্শ শিক্ষার্থীর কাছে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হত, পরবর্তীকালে দলের প্রভাবে সেগুলির প্রতি সে আস্থা প্রকাশ করে। তবে দলগত পরামর্শদানের প্রক্রিয়া কোনো অবাস্তব পরিকল্পনা নয়। কারণ শিক্ষার্থী অনুভব করতে পারে যে, এইরূপ সমস্যার ভাগীদার কেবলমাত্র সে একাই নয়—সে ছাড়াও আরো অনেকে এই সমস্যায় জর্জরিত। এইরূপ পরিস্থিতিতে সে দলের অন্যান্যদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে সচেষ্ট হয়। প্রধানত এইরূপ প্রক্রিয়া হল অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক। সঙ্গীসাথী বা বন্ধুবান্ধবদের সংস্পর্শে শিক্ষার্থী যে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করে তাই তাকে সমস্যা সমাধানে উৎসাহিত করে।

(গ) ব্যক্তিগত ও দলগত পরামর্শদানের মধ্যে পার্থক্য ঃ পরামর্শদানের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পরামর্শদান ও দলগত পরামর্শদানের যে দুটি প্রকারভেদ আলোচনা করা হল, তাদের মধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যগুলি নিম্নে সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল—

ব্যক্তিগত পরামর্শদান	দলগত পরামর্শদান
(১) এটি একটি একক প্রক্রিয়া।	(১) এটি একটি দলগত প্রক্রিয়া।
(২) যে কোনো সমস্যার ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য।	(২) দলের প্রভাবে যে সকল সমস্যা ব্যক্তিদের মধ্যে উদ্ভূত হয়, সেক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য।
(৩) এটি একটি প্রতিকারমূলক প্রক্রিয়া।	(৩) এটি একটি প্রতিরোধমূলক প্রক্রিয়া।
(৪) এক্ষেত্রে কৌশল হিসাবে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও ঐচ্ছিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।	(৪) এক্ষেত্রে কৌশল হিসাবে বক্তৃতা, আলোচনা, বিতর্ক, নাটক ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়।
(৫) এইরূপ পরামর্শদান প্রক্রিয়ায় কোনো অভিজ্ঞ মনস্তাত্ত্বিক পরামর্শদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেন।	(৫) এইরূপ পরামর্শদান প্রক্রিয়ায় কোনো অভিজ্ঞ শিক্ষক পরামর্শদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেন।
(৬) এই প্রক্রিয়ায় পরামর্শগ্রহীতার প্রক্ষোভগত দিকের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হয়।	(৬) এই প্রক্রিয়ায় দলগত প্রভাবে উদ্ভূত আচরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়।
(৭) এইখানে পরামর্শগ্রহীতার স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের সুযোগ রয়েছে।	(৭) স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের সুযোগ থাকলেও দলীয় পরিবেশে নিঃসঙ্কোচে সব কিছু উপস্থাপন করতে পরামর্শগ্রহীতার পক্ষে সব সময় সম্ভব হয় না।
(৮) পরামর্শগ্রহীতা সম্পর্কে প্রচুর তথ্য সংগ্রহের সুযোগ থাকায় পরামর্শদাতা সমস্যার গভীরে প্রবেশ করতে পারে।	(৮) প্রচুর সংখ্যক পরামর্শগ্রহীতা অংশগ্রহণ করায় এইরূপ প্রক্রিয়ায় পরামর্শদাতার পক্ষে সমস্যার গভীরে প্রবেশ করা যায় না।
(৯) এই প্রক্রিয়ায় একটি বিশেষ সমস্যার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পরামর্শগ্রহীতা ছাড়া আর অন্য কারুর অবস্থান জানার কোনো সুযোগ নেই।	(৯) এই প্রক্রিয়ায় কোনো বিশেষ উদ্ভূত সমস্যার ক্ষেত্রে দলের প্রত্যেকের তুলনামূলক অবস্থান জানা সম্ভবপর হয়।

উপরে উল্লিখিত দুই প্রকার পরামর্শদানের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও দুটি পদ্ধতিকে আলাদাভাবে দেখা যুক্তিসঙ্গত হবে না। প্রতিটি ব্যক্তির যেমন একটি নিজস্ব অবস্থান আছে, ঠিক তেমনি তার একটি

Scanned with CamScanner

দলগত অবস্থানও বিদ্যমান। দুটির মধ্যে পার্থক্য খোঁজার চেষ্টা প্রকৃতপক্ষে অপচেষ্টারই নামান্তর।

মন্তব্য

পরামর্শদাতা হিসাবে আমাদের কর্তব্য হবে শিক্ষার্থীকে তার ব্যক্তিগত জীবনে ও দলগত জীবনে সুস্থতা প্রদান করা। তার ব্যক্তিজীবনের উন্নয়নই যদি আমাদের কাম্য হয় তাহলে প্রয়োজনবোধে যে কোনো ধরনের প্রক্রিয়াকে অনুসরণ করতে আমরা পিছু-পা হবো না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ▶ পরামর্শদানের পদ্ধতি

পদ্ধতিগত দিক থেকে পরামর্শদান প্রক্রিয়াকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—(ক) প্রত্যক্ষ পরামর্শদান (Directive Counselling), (খ) অপ্রত্যক্ষ পরামর্শদান (Indiretive Counselling) এবং

ভূমিকা

(গ) ঐচ্ছিক বা সমন্বয়ী পরামর্শদান (Elective Counselling)। প্রত্যেকটি ভাগ সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করার পূর্বে স্পষ্ট ধারণা গঠনের জন্য পদ্ধতিগত বা কৌশলগত পরামর্শদান প্রক্রিয়াটি (Techniques of Counselling) নিম্নে রেখাচিত্রের সাহায্যে পরিবেশন করা হল—

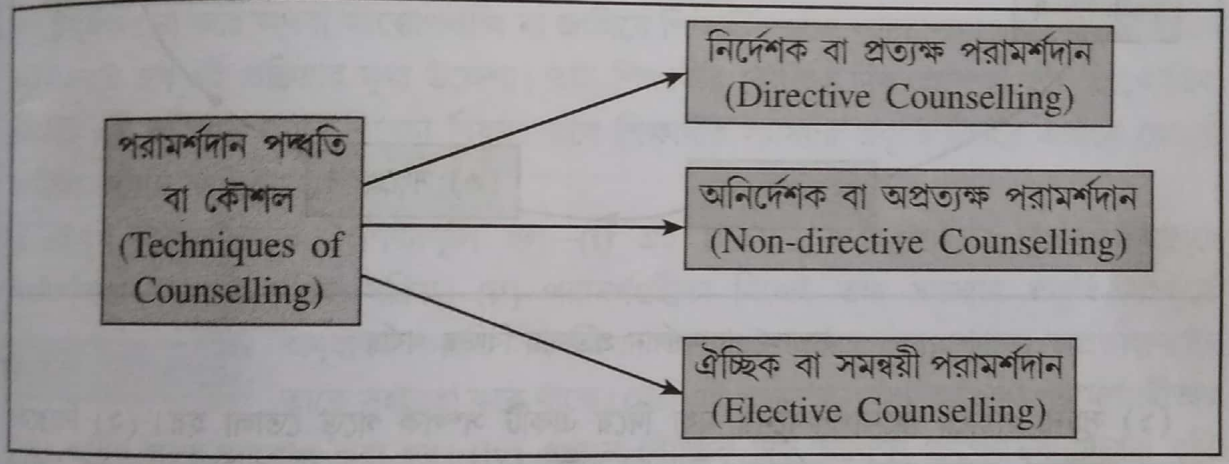

(ক) নির্দেশক বা প্রত্যক্ষ পরামর্শদান ঃ ব্যক্তির জীবনে কোনো সমস্যা উদ্ভূত হলে সেই সমস্যাকে অতিক্রম করে বা বাধাকে টপকে জীবনের অগ্রগতির ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য

ধারণা

যে ধরনের পরামর্শদানের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তাকে হলে নির্দেশক বা প্রত্যক্ষ পরামর্শদান। এইরূপ পরামর্শদানে পরামর্শদাতা পরামর্শগ্রহীতা অপেক্ষা তার সমস্যার প্রতি বেশি নজর প্রদান করে থাকেন। তাই এই পদ্ধতিকে অনেক সময় *পরামর্শদাতাকেন্দ্রিক পদ্ধতি*-ও বলা হয়ে থাকে। কারণ তিনিই পরামর্শদান প্রক্রিয়ার পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। অর্থাৎ পরামর্শদাতার কাজ হল সমস্যাটি শনাক্ত করা, সমস্যার সঙ্গে যুক্ত কারণগুলি উদ্‌ঘাটন করা, সমস্যার প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া ও তার মাত্রা নির্ণয় করা এবং পরিশেষে পরামর্শগ্রহীতার সামনে তাকে তুলে ধরা। আর এই পর্যায়ে পরামর্শদাতাকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় এবং তাকেই সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করতে হয়।

প্রত্যক্ষ বা নির্দেশক পরামর্শদানের ধারণাটি ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ করলে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য মূর্ত হয়ে ওঠে। এইগুলি হল—**(i)** প্রত্যক্ষ পরামর্শদানে পরামর্শগ্রহীতার ভূমিকা গ্রহণাত্মক। **(ii)** এই প্রকার

বৈশিষ্ট্য

নির্দেশনায় পরামর্শগ্রহীতার অনুভূতি ও আবেগের দিকটির প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে তার বৌদ্ধিক দিকটির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। **(iii)** এইরূপ প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি অপেক্ষা সমস্যার প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

Scanned with CamScanner

প্রত্যক্ষ পরামর্শদান প্রক্রিয়া ব্যক্তির জীবনে সংঘটিত করতে হলে কয়েকটি স্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। এই প্রসঙ্গে *ই. জি. উইলিয়ামসন* (E. G. Williamson) সাতটি পর্যায়ের কথা বলেছেন।

পদ্ধতি

এই পর্যায়গুলি হল—**(i)** সূচনা, **(ii)** বিশ্লেষণ, **(iii)** সংশ্লেষণ, **(iv)** নির্ণয়করণ, **(v)** পূর্বাভাস, **(vi)** পরামর্শদান এবং **(vii)** অনুসরণ। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি একটি চক্রাকার পথে আবর্তিত হয়। নিম্নে এই মডেলটি একটি চিত্রের মাধ্যমে পরিবেশন করা হল—

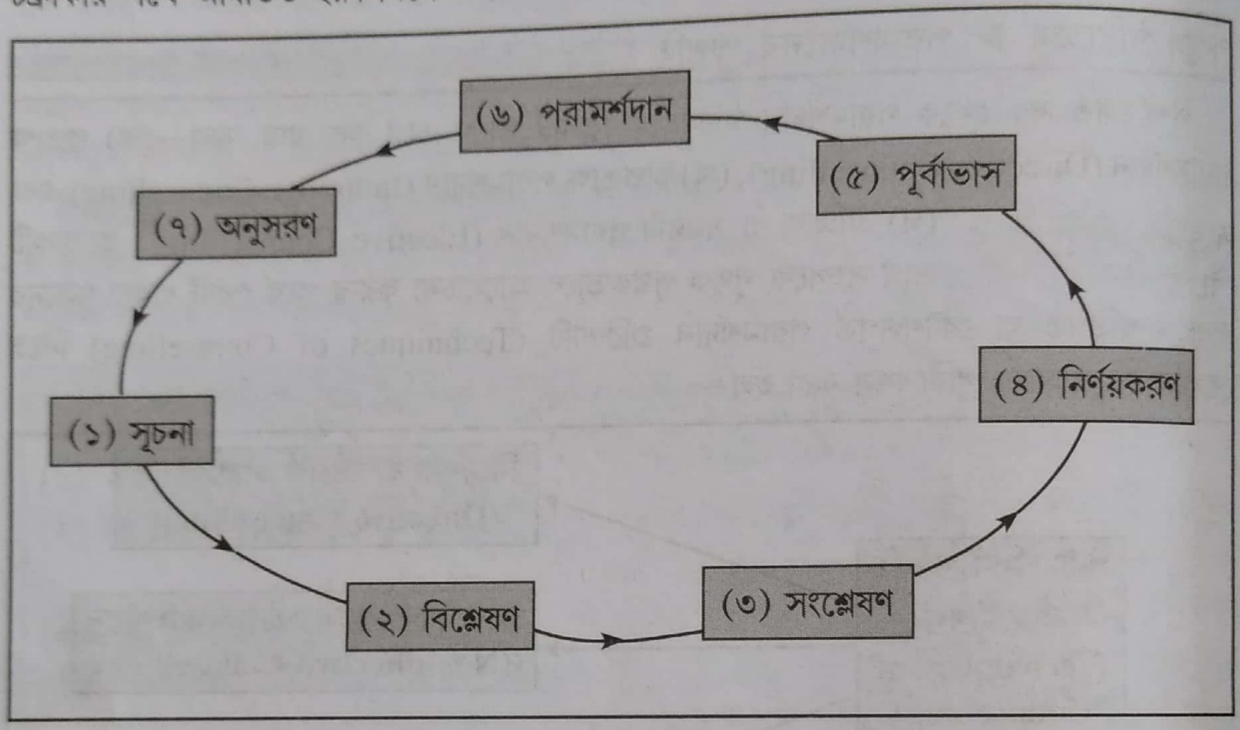

প্রত্যক্ষ পরামর্শদান প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়

(১) সূচনা পর্যায়ে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে একটি সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়। (২) বিশ্লেষণ পর্যায়ে অভীক্ষা, সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি কৌশলের মাধ্যমে পরামর্শগ্রহীতা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়। (৩) সংশ্লেষণ পর্যায়ে যাবতীয় তথ্য সংগৃহীত হওয়ার পর সেগুলিকে শিক্ষার্থীর দুর্বলতা, ক্ষমতা, ব্যর্থতা, অভিযোজন ক্ষমতা ইত্যাদির নিরিখে বিন্যস্ত করা হয়। (৪) নির্ণয়করণ পর্যায়ে বিচারকরণের মাধ্যমে সমস্যার মূল কারণটিকে নির্ণয় করা হয়। (৫) পূর্বাভাস পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সমস্যাগুলির বিষয়ে অগ্রিম ইঙ্গিত দেওয়া হয়। (৬) পরামর্শদান পর্যায়ে শিক্ষার্থীকে অভিযোজন ও পুনঃ-অভিযোজনে উৎসাহিত করা হয়। (৭) অনুসরণ পর্যায়ে পরামর্শদানের কার্যকারিতা লক্ষ করা হয় এবং শিক্ষার্থী পুনরায় ওই একই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হলে পূর্বের সব কয়টি পর্যায় অনুসরণের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য তাকে প্রস্তুত করা হয়।

প্রত্যক্ষ পরামর্শদান কৌশল হল একটি প্রচলিত পদ্ধতি। বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হলেও এই পদ্ধতির কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। পরামর্শগ্রহীতা দৃঢ় মানসিক প্রত্যয়ের অধিকারী না হলে ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা এখানে খুব কম। এছাড়া এই কৌশলটি পরামর্শদাতার উপর অধিক পরিমাণে নির্ভরশীল। ফলে পরামর্শগ্রহীতা সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় পরামর্শদাতার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তাই বিশেষ কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব না হলে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত হবে না।

মন্তব্য

(খ) অনির্দেশক বা অপ্রত্যক্ষ পরামর্শদান ঃ এই ধরনের পরামর্শদান কৌশলের মূল প্রবক্তা হলেন *কার্ল. আর. রজার্স* (Carl. R. Rogers)। তাঁর আবিষ্কৃত এই পদ্ধতিতে কেন্দ্রবিন্দু হলেন

Scanned with CamScanner

পরামর্শগ্রহীতা। এখানে ব্যক্তির সমস্যা অপেক্ষা ব্যক্তিকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। প্রধানত তাঁর অহংবোধ বা Self-concept তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে পরামর্শদানের এই কৌশলটি উদ্ভাবিত হয়েছে। এই পর্যায়ের মূল ভিত্তিটি হল পরামর্শগ্রহীতার আত্মবিকাশে সহায়তা করা যাতে সে সমস্যা সমাধানের পথ নিজেই খুঁজে নিতে পারে। অপ্রত্যক্ষ পরামর্শদানের নীতিটি হল এই যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সুপ্ত সম্ভাবনা রয়েছে। এই সম্ভাবনাগুলিকে সে বিকশিত ও উন্নয়নমুখী করতে চায়। এই প্রক্রিয়ায় সরাসরি সমাধানের সংকেত প্রদান না করে অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলির বিকাশে উপস্থিত বাধাগুলি সম্পর্কে তাকে শুধুমাত্র সচেতন করে তোলা হয়, যাতে সমস্যা থেকে মুক্ত হয়ে সে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারে। সুতরাং, **সরাসরি সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ না করে অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলির উন্নয়নের পথে উপস্থিত বাধাগুলি সম্পর্কে সচেতন করে শিক্ষার্থীকে বিকাশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে বলে অপ্রত্যক্ষ নির্দেশনা**। এই প্রক্রিয়ায় সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে সমাধানের কোনো ইঙ্গিত প্রদান করা হয় না। এছাড়া ব্যক্তিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য এইরূপ পরামর্শদানকে বলা হয় *পরামর্শগ্রহীতাকেন্দ্রিক প্রক্রিয়া*। আর এই প্রক্রিয়ায় পরামর্শদাতার ভূমিকা হল নিষ্ক্রিয় প্রকৃতির। এখানে সমস্যার সমাধানের পথ নির্দেশনা না করে অথবা আত্মোপলব্ধি না জাগিয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্মোপলব্ধি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করাই হল এই প্রক্রিয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক দিক অপেক্ষা তার প্রাক্ষোভিক দিকটিই এই প্রক্রিয়ায় প্রধান বিবেচ্য বিষয়। তবে শিক্ষার্থীর সমস্যার প্রকৃতি নির্ণয়ে এখানে কোনো অভীক্ষা প্রয়োগ করা হয় না।

ধারণা

এইরূপ পরামর্শদানের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—**(i)** এই প্রক্রিয়ায় পরামর্শগ্রহীতা তুলনামূলকভাবে পরামর্শদাতা অপেক্ষা অধিক সক্রিয়। **(ii)** পরামর্শগ্রহীতা নিজেই তার সমস্যার প্রকৃতি সম্পর্কে অনুধাবন করতে সমর্থ হয়। আর এই পর্যায়ে পরামর্শদাতা অপ্রত্যক্ষভাবে তাকে সহায়তা করে থাকে। **(iii)** এই প্রক্রিয়ায় সমস্যা অপেক্ষা পরামর্শগ্রহীতার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। **(iv)** এখানে বৌদ্ধিক দিক অপেক্ষা প্রাক্ষোভিক দিকের প্রতি বেশি জোর দেওয়া হয়। **(v)** এখানে কোনো মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষা ব্যবহার করা হয় না। **(vi)** এই প্রক্রিয়ায় সমস্যার প্রকৃতি নির্ণয় করা বা বিশ্লেষণ করার কোনো প্রয়োজন হয় না। **(vii)** অপ্রত্যক্ষ পরামর্শদানের মূল কাজ হল আত্মবিকাশ সহায়ক পরিবেশ রচনা করা। **(viii)** কোনো বাহ্যিক চাপ বা বাধা প্রদান না করে মুক্তভাবে প্রকাশের সুযোগ পাওয়ার জন্য পরামর্শগ্রহীতা অবাধভাবে তার অবচেতন মনের জট (Unconscious Complex) থেকে অব্যাহতি লাভ করে। **(ix)** এই প্রক্রিয়ায় পরামর্শদাতার সাহায্য গ্রহণ করলেও পরামর্শগ্রহীতা নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

বৈশিষ্ট্য

অপ্রত্যক্ষ পরামর্শদানের প্রক্রিয়াটি সাতটি স্তরের মধ্য দিয়ে অনুসৃত হয়। এইগুলি হল—**(i)** সূচনা পর্ব, **(ii)** সম্পর্ক স্থাপন পর্ব, **(iii)** সমস্যা পরিস্ফুটন পর্ব, **(iv)** সমস্যার কারণ নির্ণয় পর্ব, **(v)** বিকল্প সমাধানের পন্থা নির্ণয় পর্ব, **(vi)** সমাপ্তি পর্ব এবং **(vii)** অনুসরণ পর্ব। **(১)** সূচনা পর্বে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে এই প্রক্রিয়াটি শুরু করা হয়। **(২)** সম্পর্ক স্থাপন পর্বে পরামর্শগ্রহীতা ও পরামর্শদাতার মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক তৈরি করতে হয়। **(৩)** সমস্যা পরিস্ফুটন পর্বে বৌদ্ধিক দিকটিকে উপেক্ষা করে পরামর্শদাতা ধৈর্য্য সহকারে পরামর্শগ্রহীতার প্রাক্ষোভিক দিকটির প্রতি সহানুভূতিশীল হবেন যাতে বদ্ধ আবেগগুলি থেকে মুক্ত হয়ে সে সমস্যা সমাধানে উৎসাহী হয়ে ওঠে। **(৪)** সমস্যার কারণ নির্ণয় পর্বে সমস্যাটি সম্পর্কে পরামর্শগ্রহীতা ওয়াকিবহাল হলে তাকে সমস্যার আরো গভীরে যেতে সাহায্য করেন পরামর্শদাতা।

পদ্ধতি

Scanned with CamScanner

(৫) বিকল্প সমাধান পর্বে পরামর্শদাতা সমস্যা সমাধানের পথ বলে না দিয়ে পরামর্শগ্রহীতাকে বিকল্প সমাধানের বিভিন্ন পথ আবিষ্কারে সহায়তা করেন। এই পর্বে সর্বোৎকৃষ্ট পথটি পরামর্শগ্রহীতা নিজেই বেছে নিতে সচেষ্ট হবে। (৬) সমাপ্তি পর্বে পরামর্শদাতা কাজের সাফল্যের দিকটি উল্লেখ করেন এবং প্রক্রিয়াটির সমাপ্তি ঘোষণা করেন। (৭) অনুসরণ পর্যায়ে পরামর্শগ্রহীতাকে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি পুনর্বিবেচনা করার কথা বলা হয় এবং পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পরামর্শদাতা ও পরামর্শগ্রহীতা পারস্পরিক মতবিনিময় করেন। এটি একটি চক্রাকার প্রক্রিয়া। নিম্নে মডেলটি একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে পরিবেশিত হল—

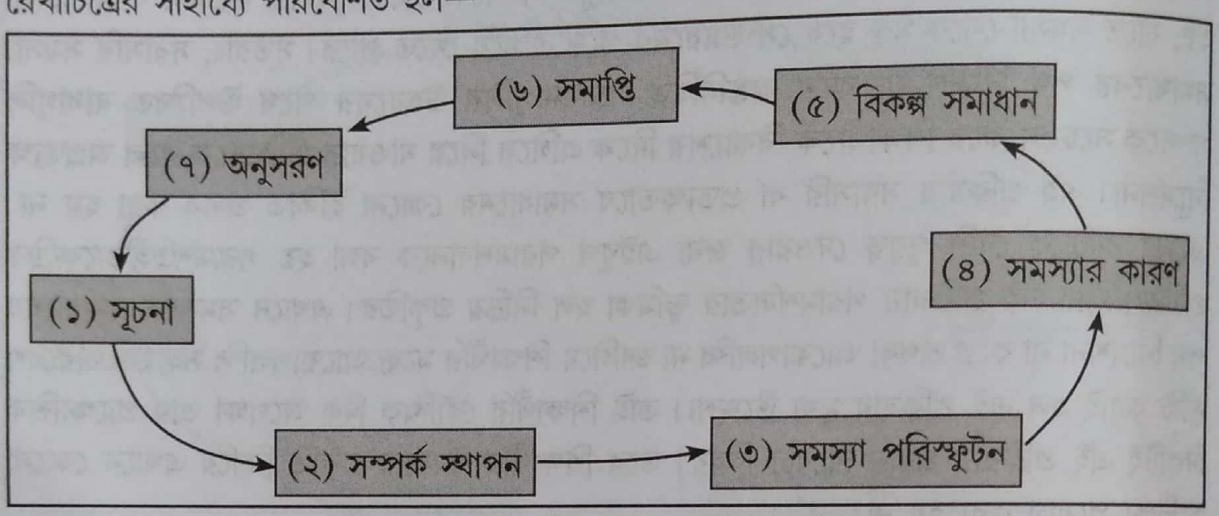

অপ্রত্যক্ষ পরামর্শদান প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়

এইরূপ পরামর্শদান পদ্ধতির মধ্যে যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে, কারণ অন্তর্নিহিত ক্ষমতা দিয়ে প্রক্ষোভকে নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কঠিন কাজ। এছাড়া মনোবিদ্যার উপর পাণ্ডিত্য না থাকলে সবার পক্ষে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে পরামর্শগ্রহীতার সকল অনুভূতিকে মেনে নেওয়া যায় না। তৎসত্ত্বেও এই পদ্ধতিটি যেহেতু মনের অবচেতন স্তরের সুপ্ত সমস্যাগুলিকে চেতন স্তরে জাগ্রত করতে সহায়তা করে—তাই এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

মন্তব্য

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ▶ প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ পরামর্শদানের মধ্যে পার্থক্য

প্রত্যক্ষ পরামর্শদান ও অপ্রত্যক্ষ পরামর্শদান প্রক্রিয়া দুটি সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হলে এদের মধ্যে উপস্থিত পার্থক্যগুলিকে গোচরে আনা দরকার। নিম্নে সারণির আকারে উভয়ের মধ্যে পার্থক্যসমূহকে উল্লেখ করা হল।

প্রত্যক্ষ পরামর্শদান	অপ্রত্যক্ষ পরামর্শদান
(১) এটি একটি পরামর্শদাতাকেন্দ্রিক প্রক্রিয়া।	(১) এটি একটি পরামর্শগ্রহীতাকেন্দ্রিক প্রক্রিয়া।
(২) এখানে সমস্যার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়।	(২) এখানে ব্যক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।
(৩) এই প্রক্রিয়াটি বৌদ্ধিক স্তরে সংঘটিত হয়।	(৩) এই প্রক্রিয়াটি প্রাক্ষোভিক স্তরে সংঘটিত হয়।
(৪) ব্যক্তির সাময়িক কোনো অসুবিধা দূর করার জন্য এই প্রক্রিয়াটি প্রয়োগ করা হয়।	(৪) ব্যক্তির স্থায়ী কোনো সমস্যা সমাধানকল্পে এই প্রক্রিয়াটি প্রয়োগ করা হয়।
(৫) প্রত্যক্ষ পরামর্শদানে তথ্য সংগ্রহের কৌশল হিসাবে অভীক্ষা প্রয়োগ করা হয়।	(৫) অপ্রত্যক্ষ পরামর্শদানে তথ্য সংগ্রহের জন্য কোনো কৌশল ব্যবহার করা হয় না।

Scanned with CamScanner

(৬) এই প্রক্রিয়াটি যুক্তিভিত্তিক।	(৬) এই প্রক্রিয়াটি অনুসরণের ক্ষেত্রে কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই।
(৭) এই প্রক্রিয়াটি অবচেতন মনে কাজ করে না।	(৭) এই প্রক্রিয়াটি অবচেতন মনে কাজ করে।
(৮) এখানে সমস্যা নির্ধারণ করা হয় আগে, তারপর সমাধানের পথ নির্দেশ করা হয়।	(৮) এখানে কোনো নির্দিষ্ট সমস্যার প্রতি লক্ষ্য রেখে পরামর্শদাতা অগ্রসর হন না।
(৯) এই প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট স্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়।	(৯) এই প্রক্রিয়ায় স্তরের কথা উল্লেখ থাকলেও তা ধরা-বাঁধা নিয়মে অনুসরণ করা হয় না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ▶ ঐচ্ছিক বা সমন্বয়ী পরামর্শদান

ধারণা

প্রত্যক্ষ পরামর্শদান প্রক্রিয়া এবং অপ্রত্যক্ষ পরামর্শদান প্রক্রিয়া দুটিই অতীব চরমভাবাপন্ন—কারণ একটি পদ্ধতিতে ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং অন্যটিতে সমস্যার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়। আবার অন্যদিকে একটি প্রক্রিয়া বৌদ্ধিক দিকে কাজ করে, আর অপরটি প্রাক্ষোভিক দিকে কাজ করে। এছাড়া, একটি প্রক্রিয়া পরামর্শগ্রহীতাকেন্দ্রিক এবং অন্য প্রক্রিয়াটি পরামর্শদাতাকেন্দ্রিক। তাই মনোবিদ *বোর্ডিন* (Bordin) এই দুটি পদ্ধতির মিশ্রণে যে পদ্ধতিটি উদ্ভাবন করেন তার নাম হল ঐচ্ছিক বা সমন্বয়ী পরামর্শদান (Elective Counselling)। অর্থাৎ, **প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ পরামর্শদানের সংমিশ্রণে গঠিত পরামর্শদান পদ্ধতিটির নাম হল সমন্বয়ী বা ঐচ্ছিক পরামর্শদান**।

বৈশিষ্ট্য

এইরূপ পরামর্শদানের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—**(i)** এই পদ্ধতিতে ব্যক্তি এবং তাৎক্ষণিক সমস্যা উভয়ের উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হলেও কোনটিকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হবে তা নির্ভর করে পরামর্শদাতার সিদ্ধান্তের উপর। **(ii)** এই পদ্ধতিতে অভীক্ষা প্রয়োগের মাধ্যমে যেমন তথ্য সংগ্রহ করা হয়, অন্যদিকে তেমনি আবার পারস্পরিক কথোপকথনের জন্য সাক্ষাৎকারও গ্রহণ করা হয়। **(iii)** এই পদ্ধতি প্রয়োগকালে পরামর্শগ্রহীতা যদি নিজেই নিজের সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হয়, তাহলে পরামর্শদাতা তাকে সাহায্য করে থাকেন।

কৌশল

সমন্বয়ী বা ঐচ্ছিক পরামর্শদান প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য কয়েকটি পর্যায়ের মাধ্যমে অগ্রসর হতে হয়। এই ক্রমান্বয়িক পর্যায়গুলি হল—**(i)** সূচনা, **(ii)** সম্পর্ক স্থাপন, **(iii)** তথ্য সংগ্রহ, **(iv)** তথ্য সরবরাহ, **(v)** সমাধান অনুসন্ধান, **(vi)** সিদ্ধান্ত এবং **(vii)** অনুসরণ। এটি একটি চক্রাকার প্রক্রিয়া। নিম্নে চিত্রের সাহায্যে তা পরিবেশন করা হল।

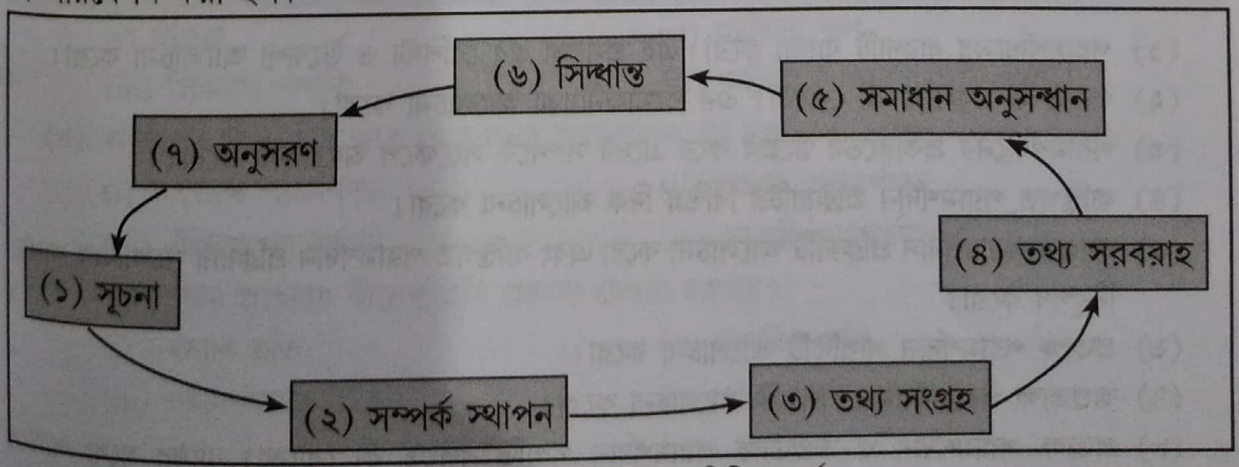

সমন্বয়ী পরামর্শদান প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়

Scanned with CamScanner

(১) সূচনা পর্যায়ে কথোপকথনের মাধ্যমে কাজটি শুরু করা হয়। (২) সম্পর্ক স্থাপন পর্যায়ে পরামর্শগ্রহীতা ও পরামর্শদাতার মধ্যে একটি সম্পর্ক তৈরি করা হয়। (৩) তথ্য সংগ্রহ পর্যায়ে পরামর্শদাতা নানা উৎস থেকে এবং অভীক্ষা প্রয়োগের মাধ্যমে পরামর্শগ্রহীতা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। (৪) তথ্য সরবরাহ পর্যায়ে পরামর্শদাতা বিভিন্ন ধরনের তথ্য পরামর্শগ্রহীতাকে সরবরাহ করেন। (৫) সমাধান অনুসন্ধান পর্যায়ে পরামর্শদাতা খোলাখুলিভাবে পরামর্শগ্রহীতার সমস্যা-সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেন। পারস্পরিক কথাবার্তা বলার ফলে পরামর্শগ্রহীতার ব্যক্তিগত সমস্যা কিছুটা লাঘব হয়। (৬) সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে পরামর্শদাতার সহায়তায় পরামর্শগ্রহীতা সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে বের করে এবং সেই সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। (৭) পরামর্শদান প্রক্রিয়ায় যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে তার কার্যকারিতা অনুসরণ পর্যায়ে যাচাই করা হয়। তবে অনুসরণমূলক পর্যায়টি যদি ঠিক মতো কাজ (Run) না করে তাহলে প্রথম পর্যায় থেকে পুনরায় প্রক্রিয়াটি শুরু করতে হয়।

পরামর্শদানের যে তিনটি পদ্ধতি (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ পরামর্শদান, অপ্রত্যক্ষ পরামর্শদান এবং ঐচ্ছিক বা সমন্বয়ী পরামর্শদান) আলোচনা করা হল তাদের প্রত্যেকটিরই কিছু নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই পরামর্শদানের ব্যাপারে ***থর্নি*** (Thorne) কতকগুলি পরামর্শ দিয়েছেন। এইগুলি হল—**(i)** ব্যক্তিগত প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার জন্য অপ্রত্যক্ষ পরামর্শদান পদ্ধতি প্রয়োগ করাই শ্রেয়। **(ii)** পরামর্শগ্রহীতার সমস্যার প্রকৃতি সম্পর্কে যদি আগে থেকেই আন্দাজ করা সম্ভব হয়, তাহলে প্রত্যক্ষ পরামর্শদান পদ্ধতিটি প্রয়োগ করলে ফলপ্রসূ হওয়া যাবে। **(iii)** পরামর্শগ্রহীতার প্রাক্ষোভিক অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার জন্য প্রথম পর্যায়ে অপ্রত্যক্ষ পরামর্শদান পদ্ধতি প্রয়োগ করা শ্রেয়। **(iv)** পরামর্শগ্রহীতার অজ্ঞানতার জন্য যদি কোনো সমস্যা তৈরি হয় সেক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ পরামর্শদান পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা যেতে পারে। **(v)** আদর্শগত দিক থেকে অপ্রত্যক্ষ পরামর্শদান পদ্ধতিই হল উত্তম। কারণ এই পদ্ধতিটি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রত্যক্ষ পরামর্শদান পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ফলে বলা যেতে পারে যে, এক্ষেত্রে সমন্বয়ী পরামর্শদান পদ্ধতিরই আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে। তাই বলা যায় যে, পরামর্শদান প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য পরামর্শদাতা কোনো বিশেষ পদ্ধতিকে প্রাধান্য না দিয়ে পরামর্শগ্রহীতা ও তার সমস্যার প্রকৃতির দিকে লক্ষ রেখে পদ্ধতি নির্বাচন করবেন।

মন্তব্য

প্রশ্নাবলী

(ক) রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(১) পরামর্শদানের ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। এই প্রসঙ্গে এর বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য আলোচনা করো।
(২) পরামর্শদান বলতে কী বোঝো? এর প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করো।
(৩) পরামর্শদানের প্রকারভেদ উল্লেখ করে এদের সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।
(৪) ব্যক্তিগত পরামর্শদান প্রক্রিয়াটির বিভিন্ন দিক আলোচনা করো।
(৫) দলগত পরামর্শদান প্রক্রিয়াটি আলোচনা করো এবং ব্যক্তিগত পরামর্শদান প্রক্রিয়ার সঙ্গে এর পার্থক্য নিরূপণ করো।
(৬) প্রত্যক্ষ পরামর্শদান পদ্ধতিটি আলোচনা করো।
(৭) অপ্রত্যক্ষ পরামর্শদান কৌশলটি আলোচনা করো।
(৮) প্রত্যক্ষ পরামর্শদান ও অপ্রত্যক্ষ পরামর্শদান পদ্ধতি বলতে কী বোঝো? এদের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করো।

Scanned with CamScanner

(৯) সমন্বয়ী পরামর্শদান পদ্ধতিটি আলোচনা করো এবং কোন পরিস্থিতিতে কোন ধরনের পরামর্শদান পদ্ধতিটি প্রয়োগ করতে হবে তা উল্লেখ করো।

(খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(১) পরামর্শদানের ধারণাটি ব্যক্ত করো।
(২) পরামর্শদানের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো।
(৩) পরামর্শদান ও নির্দেশনার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করো।
(৪) ব্যক্তিগত ও দলগত পরামর্শদান প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করো।
(৫) প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ পরামর্শদান পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্যগুলি উল্লেখ করো।
(৬) শিক্ষায় পরামর্শদানের প্রয়োজনীয়তাটি ব্যক্ত করো।
(৭) প্রত্যক্ষ পরামর্শদান পদ্ধতির মডেলটি উল্লেখ করো।
(৮) অপ্রত্যক্ষ পরামর্শদান পদ্ধতির মডেলটি উল্লেখ করো।
(৯) সমন্বয়ী পরামর্শদান পদ্ধতির মডেলটি বর্ণনা করো।

(গ) অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (একটিমাত্র বাক্যে উত্তর দাও) ঃ

(১) প্রত্যক্ষ পরামর্শদান প্রক্রিয়ার মডেলটি উল্লেখ করো।
(২) কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে পরামর্শদান প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় কেন?
(৩) পরামর্শদান প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী দু'জন ব্যক্তির নাম কী কী?
(৪) পরামর্শদাতার কাজ কী?
(৫) কারা পরামর্শদাতা হতে পারেন?
(৬) কোন ধরনের পরামর্শদান প্রক্রিয়া অবচেতন মনে কাজ করে?

(ঘ) বহুর মধ্যে সঠিক উত্তর নির্বাচন জাতীয় প্রশ্ন ঃ

(১) প্রত্যক্ষ পরামর্শদান প্রক্রিয়া অনুসৃত পর্যায়গুলির মধ্যে সংগতিহীন পর্যায় কোনটি?
(i) সমন্বয় সাধন (ii) বিশ্লেষণ
(iii) সংশ্লেষণ (iv) পূর্বাভাস।

(২) পরামর্শদান হল একটি _____ প্রক্রিয়া।
(i) গতিশীল (ii) স্থিতিশীল
(iii) পারস্পরিক ক্রিয়াশীল (iv) একমুখী।

(৩) পরামর্শদান হল একটি _____।
(i) প্রক্রিয়া (ii) প্রক্রিয়ার ফল
(iii) চিকিৎসা পদ্ধতি (iv) অভিজ্ঞতা সরবরাহের পদ্ধতি।

(৪) অবচেতন মনে কাজ করে যে ধরনের পরামর্শদান, তা হল—
(i) অপ্রত্যক্ষ পরামর্শদান (ii) প্রত্যক্ষ পরামর্শদান
(iii) ঐচ্ছিক পরামর্শদান (iv) সমন্বয়ী পরামর্শদান।

(৫) পরামর্শদান প্রক্রিয়ায় কীসের প্রতি প্রাধান্য দেওয়া দরকার?
(i) সমস্যার প্রতি (ii) পদ্ধতির প্রতি
(iii) পরামর্শদাতার প্রতি (iv) পরামর্শগ্রহীতার প্রতি।

Scanned with CamScanner